রূপগঞ্জে শিক্ষকের লাঠিপেটায় ৪১ শিক্ষার্থী আহত: প্রতিবাদ করলে অভিভাবক-সাংবাদিকদের ওপর হামলা

সংগৃহীত ছবি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সপ্তম শ্রেণির প্রায় ৪১ শিক্ষার্থীকে বেধড়ক পেটানোর অভিযোগ উঠেছে জনতা উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। পাঠ বুঝতে না পারায় শিক্ষক পরিবর্তনের দাবি করায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। এতে অন্তত চার শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সোমবার (১১ আগস্ট) বিকেলে এই ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বছর ৫ আগস্টের পর থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বাছির উদ্দিন বাচ্চুর আপন ভাগনে তানভীর আহমেদ মুন্নাকে অফিস সহকারী হিসেবে অবৈধভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়।শিক্ষক না হয়েও সম্প্রতি তিনি সপ্তম শ্রেণির বিজ্ঞান ক্লাস নেওয়া শুরু করেন।

শিক্ষার্থীরা তার পাঠদান বুঝতে না পেরে প্রধান শিক্ষকের কাছে তাকে পরিবর্তনের আবেদন করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তানভীর মুন্না ক্লাসে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের লাঠি দিয়ে পেটান। এতে গুরুতর আহত হয়ে তাসনিম, কেয়া, তাবাসসুম, মীমসহ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

পরদিন মঙ্গলবার সকালে আহত শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও স্থানীয়রা বিদ্যালয়ে এসে প্রধান শিক্ষকের কাছে বিচার দাবি করেন। খবর পেয়ে গণমাধ্যমকর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। উপর মহলের নির্দেশে অন্তত তিনজন শিক্ষক সাধারণ শিক্ষার্থীদের উসকানি দেন। এরপর শতাধিক শিক্ষার্থী দেশীয় অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় রূপালী বাংলাদেশ পত্রিকার প্রতিনিধি রাকিবুল ইসলাম, একাত্তর টিভির ভিডিও জার্নালিস্ট হাফিজুর রহমান, প্রাইম টিভির সাকের আহমেদ, অভিভাবক ওমেদ আলী, গাড়িচালক ইকবাল হোসেনসহ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। আহতদের মধ্যে রাকিবুল ইসলামকে রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

খবর পেয়ে র‍্যাব, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবায়দুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে শিক্ষার্থীদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সিদ্দিক নূরে আলম জানান, অভিযুক্ত শিক্ষক তানভীর মুন্নাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়া সাংবাদিকদের ওপর হামলায় উসকানির অভিযোগে আরও তিন শিক্ষককে সাময়িক বহিষ্কার ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষক তানভীর আহমেদ মুন্না পলাতক রয়েছেন। অভিভাবকরা তাকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।